মহম্মদ বিন তুঘলকের সংস্কার গুলি আলোচনা করো

ভূমিকাঃ

মহম্মদ বিন তুঘলকের সংস্কার গুলির মধ্যে অন্তগত ছিল ***ভূমি রাজস্ব সংস্কার, মুদ্রা সংস্কার, রাজধানী স্থানান্তর, দোয়াবের রাজস্ব বৃদ্ধি, তাম্র মুদ্রা প্রবর্তন এবং খোড়াসান ও কারাচল অভিযান।*** বিভিন্ন বিবরণের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, ***1325-1335*** খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মহম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনা রূপায়ণ সচেষ্ট হয়েছিল।

মহম্মদ বিন তুঘলকের সংস্কার

ভূমি সংস্কার

মহম্মদ বিন তুঘলকের ভূমি সংস্কার বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। তিনি এক নির্দেশ জারি করে বিভিন্ন প্রদেশের ***আয় ব্যায়ের হিসেব লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন।*** বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভূমির রাজস্ব ব্যবস্থায় সামঞ্জস্যবিধানে সচেষ্ট ছিলেন।

রাজস্ব সংস্কার

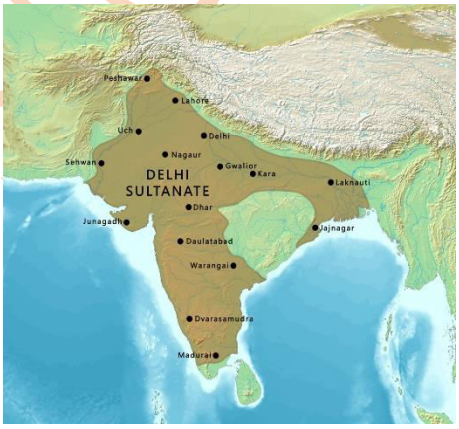

ড: ঈশ্বরী প্রসাদ ও রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে 1325-27 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মহম্মদ বিন তুঘলক ***গঙ্গা, যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে ভূমি রাজস্বের হার বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেন।*** বরানির তথ্য অনুযায়ী দোয়াবে রাজস্বের হার 10-20 গুন বৃদ্ধি করা হয়েছিল। রাজ কর্মচারীরা এর সঙ্গে আক্রয়াব আদায় করার জন্য কঠোরতা অবলম্বন করলে রায়ত্তরা ক্ষুব্দ হয়। কীক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। অধিকাংশ জমি পতিত থেকে যায় ফলে দিল্লির নিকটবর্তী অঞ্চলে ও দোয়াবে খাদ্যভার ও দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। অনাবৃষ্টি জনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই অবস্থাকে আরো ঘনীভূত করে। বরানির বর্ণনায় ***সুলতান জমি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াই কৃষকদের ওপর অত্যাচার শুরু করলে বলে জানিয়েছেন।***

তবে বরানির বিবরণের সত্যতা সম্পর্কে আধুনিক কালের ইতিহাসবিদরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এবং এই তথ্যে অতিরঞ্জন ছাপ সুস্পষ্ট। ***গার্ডনার ব্রাউন মনে করেন যে, রাজস্বের ধিতগর নয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তার পরিকল্পনাতে সমালোচনার মুখে দাঁড় ছিল।*** মহম্মদ বিন তুঘলক রাজকোষ কে সমৃদ্ধ করতে এবং কৃষক শ্রেণীকে জব্দ করতে দয়াবে কর বৃদ্ধি করেছিলেন বলে বদাউন মত প্রকাশ করেছিলেন। তবে এ তথ্য সম্পন্ন সত্য নয় তবে ***জনসাধারণের দুর্দশা খবর পাওয়ায় পড়ে সুলতান তাদের অর্থ, খাদ্য ও বলদ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।*** কর মকুব ও করা হয়। কিন্তু সুলতানের এই ব্যবস্থা সমরাচিত না হওয়াই এবং কর্মচারীদের অসাধু তা ও দায়িত্ব হীন তার জন্য কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণ ব্যর্থ হয়েছিল।

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরঃ

RAHUL'S HISTORY

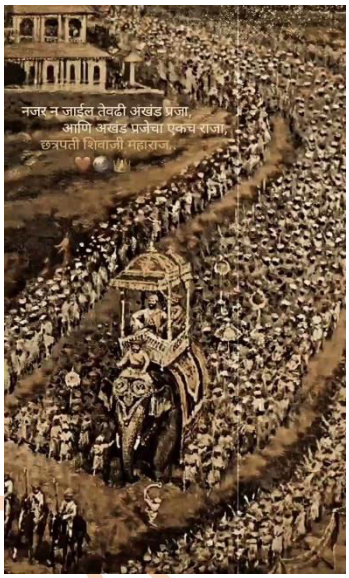

1328-29 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনতান্ত্রিক পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল দিল্লি থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তর। আদিতে দৌলতাবাদ এর নাম ছিল দেবগিরি। বরানির মতে সুলতান ভৌগোলিক পরিস্থিতির বিচারে দিল্লির তুলনায় অধিকতর একটি কেন্দ্রীয় অঞ্চলে রাজধানী স্থাপনের কথা চিন্তা করেন। দেবগিরি থেকে দিল্লি, গুজরাট, বাংলা, তেলেঙ্গানা, দূরত্ব ছিল প্রায় সমান। *ইবন বতুতার বিবরণে জানা যায় যে দিল্লির অধিবাসীরা সন্তানের প্রতি বিরূপ ছিলেন তাই তাদের জব্দ করার জন্য সুলতান দিল্লি তাক করে দৌলতাবাদে যাওয়ার নির্দেশ দেন।* তিনি জানিয়েছেন যে মহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন নিশংস।

মহম্মদ হাবিব জানিয়েছেন যে, *আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারতের সাথে দিল্লির দূরত্বের বিবেচনা যেখানে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেননি মহম্মদ উপলব্ধি করেছিলেন যে বরঙ্গলে দিল্লির কর্তৃত্ব স্থাপিত না হলে দেবগিরিতে ও দিল্লির আধিপত্য স্থায়ী হবে না* তাই তিনি বরঙ্গলকে দিল্লির অন্তর্ভুক্ত করেন। দেবগিরির সরকারি কর্মী ছাড়া প্রায় সবাই ছিল হিন্দু। সুলতান বেশ *কিছু সুফি সাধককে দেবগিরিতে আনার সিদ্ধান্ত নেন* কারণ এদের প্রভাবেই উত্তর ভারতের বহু নিম্ন বর্ণের হিন্দু ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন

তবে মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর পদ্ধতি, সময়কাল ও লক্ষ্য সুনিশ্চিত না। দীর্ঘ 160-70 বছর ধরে দিল্লিতে যে প্রতি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া এক ধরনের আত্মতা সৃষ্টি হয়েছিল ভূমির সঙ্গে তার অধিবাসীদের।

মহম্মদ বিন তুঘলকের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা

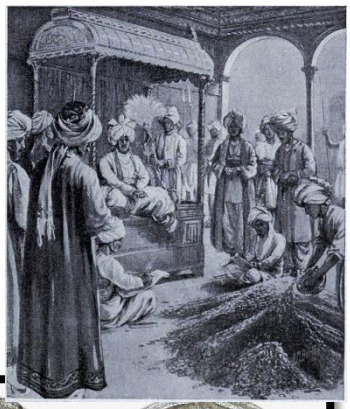

কৃষকদের জন্য যে অঞ্চলটিকে বেছে নিয়েছিলেন তা কৃষিকাজের উপযুক্ত ছিল না। এই পরিকল্পনাটির অভিনব হলেও তার রূপায়ণের জন্য দক্ষ নজরদারি ছিল, যা সম্ভব হয়নি। এই ধরনের কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য প্রাক সমীক্ষা প্রস্তুতি ও সময়ের প্রয়োজন ছিল কিন্তু তাও সম্ভব হয়নি। দরিদ্র কৃষকদের অনেকেই সরাসরি অনুদানের পূর্ণ ব্যবহার করতে পারেননি। অধ্যাপক এ এল শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন যে, এভাবেই ভূমির রাজস্বের ইতিহাস একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ ও পরিতক্ত হয়েছিল।

মুদ্রা সংস্কার

মহম্মদের পরীক্ষামূলক কর্মসূচির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ছিল মহম্মদ বিন তুঘলকের মুদ্রা সংস্কার এর প্রতীক মুদ্রার প্রচলন। *1327-30 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সুলতান প্রতীক মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন।* ভারতে প্রথম হলেও বিশ্বের দরবারে প্রতীক মুদ্রার ব্যবহার অজানা ছিল না। বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই *স্বর্ণ ও রৌপের প্রকার বদলে প্রতীক মুদ্রার বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত ছিল।* চীনে কুবলাই ঘট এবং পারস্যে কাই ঘটু - প্রতীক মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন।

বরানী জানিয়েছেন মহম্মদের প্রতীক মুদ্রায় তামা ব্যবহার করা হয়েছিল আবার ফেরিস্তা জানিয়েছেন *এটি ছিল ব্রোঞ্জ ' দিনার' 'টঙ্কা' জিতলের প্রচলন ছিল। মহম্মদ টঙ্কার সমমানের ব্রোঞ্জের নতুন মুদ্রা চালু করেন।* ফার্সিতে লেখা সরকারি টাকসালে প্রস্তুত এই মুদ্রা যাতে জাল না হয় তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। *সহজলভ্য ধাতুদ্বারা মুদ্রা তৈরি হওয়ায় দেশে জাল মুদ্রা ছড়িয়ে পড়ে।* ব্যবসায়ীরা এই মুদ্রা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। সুলতান তার প্রতীক মুদ্রার এই করুণ পরিণতি দেখে তিনি তিন বছরের মধ্যেই তা প্রত্যাহার করে নেন। এবং *সমস্ত ব্রোঞ্জ মুদ্রার পরিবর্তে মুদ্রার গ্রাহকদের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দেওয়া হয়।*

বরানীর মতে, সুলতান রাজকোষের শূন্যতা দূর করার জন্য প্রতীক মুদ্রার বন্ধ করেছিলেন। কিন্তু নিজামি, *ড: মাহাদী হুসেন জানিয়েছেন যে রাজ কোষের শূন্যতা এজন্য দায়ী ছিল না কারণ*

তা ছিল রাজকোষ থেকে সোনা ও রুপোর মুদ্রা দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে পারতেন না। প্রকৃতপক্ষে চতুর্দশ শতকে বিশ্বব্যাপী রৌপ্য সংকট দেখা দেয়। বাংলা ও দক্ষিণ ভারত থেকে রুপোর সংগ্রহের পরিমাণ কমে গিয়েছিল। সম্ভবত এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যেই তিনি ব্রোঞ্জ প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। *দুঃখজনক হলেও সত্য যে সুলতানের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।*

মূল্যায়ন

মহম্মদ বিন তুঘলকের সংস্কার গুলির মূল্যায়ন আপাত দৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও তার দীর্ঘ প্রসারী ফলাফল ছিল। মূলত তার ধৈর্যশীলতার কারণেই সময়ের থেকে অনেক বেশি অগ্রগামী পরিকল্পনাগুলি সাফল্যের মুখ দেখেনি। *ইবন বতুতা বা ইসামি অথবা বরানী সঠিক তথ্য তুলে না ধরাই মহম্মদ বিন তুঘলকের সম্পর্কে কুরুচিকর খারাপ ধারণা জনমহলে তৈরি হয় যা পরবর্তীকালে আধুনিক ঐতিহাসিকদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে।* তবে ভূমি রাজস্ব ও মুদ্রা সংস্কার, এবং তাম্র মুদ্রা প্রবর্তনে মহম্মদ বিন তুঘলকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

RAHUL SIR HISTORY

QUESTION: # শেরশাহকে আকবরের পূর্বসূরী বলা যায় কিনা?

- **How would you characterise Sher Shah- as an innovator or, a reformer [W.B.C.S. Optional 2016]**

"লোকটি খুব চালাক। তাঁর চোখে মুখে রাজকীয় অভিব্যক্তি। আমি বহু আফগান অভিজাত কে দেখেছি, কিন্তু তার মত কাউকে দেখিনি, তাদের কেউ আমার উপর প্রভাব ফেলতে পারেনি। আমি তাঁর মধ্যে মহত্ব ও বিশালত্বের ছায়া দেখেছি। "

বক্তা জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর। যার উদ্দেশ্যে এই উক্তি, তিনি শেরশাহ; ভারতের শূর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। কানাগলি থেকে স্বপ্নের রাজপথের উত্তরণের যদি কোন প্রতীকী ঐতিহাসিক চরিত্র থেকে থাকে, তাহলে সেই প্রতীকী ভাবনার বিলকুল প্রতিভূ ছিলেন মধ্যযুগীয় ভারতের শূর সাম্রাজ্যের উদগাতা শেরশাহ। মুঘলদের প্রবল পরাক্রমী হেজিমনিয়াল হাইয়ার্কি কে কার্যত দূরমুশ করে শেরশাহ যে স্বতন্ত্র সামাজিক কাঠামো তৈরি করেছিলেন তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব হয়তো ইতিহাসের গুরুগম্ভীর দৃষ্টিকোণ থেকে নিরুত্তর কাঁটাছেড়া করা চলতে থাকবে। কিন্তু সাসারামের একজন সাধারণ জায়গীরদারের সন্তান থেকে ভারতের বাদশাহ হিসেবে তাঁর উত্তরণ মধ্যযুগীয় ইতিহাস এক কালজয়ী যুগপুরুষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁকে মনে রাখবে। আর তাঁর এই প্রশাসনিক অভিনবত্বের যে স্বল্প সময়ের পরিসর তাই বোধ হয় পরবর্তী মুঘল সম্রাট আকবরকে সম্পূর্ণভাবে না হলেও কিয়দংশেও প্রভাবিত করেছিল -- তা না হলে **রাজতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রে প্রজাহিতৈষী থেকে "The Great" আকবর এ রূপান্তকরন হত না।** তাই **ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদের** ভাষায় বলা যায়, **শেরশাহ ছিলেন মধ্যযুগের একজন জ্ঞানদীপ্ত শাসক** - যার শাসন প্রতিভার বিচ্ছুরণ আমরা কিছুটা হলেও আকবরের মধ্যে দেখতে পায়। আর **উইলিয়াম আরস্কিনের** মতে, **আইনপ্রণেতা ও নিরাপত্তার রক্ষক হিসেবে শেরশাহ আকবরের পূর্ববর্তী মুসলমান শাসকদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন।**

- **শেরশাহকে আকবরের পূর্বসূরী বলা যায় কিনা? এই অমীমাংসিত ঐতিহাসিক তত্ত্বটির সার্বিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ -**

উপরোক্ত শিরোনাম জনিত বক্তব্যটির যথাযথ বিশ্লেষণ পূর্বক এ কথা ঐতিহাসিক দিক থেকে সত্য যে, শেরশাহকে আকবরের পূর্বসূরী বলা নিয়ে ঐতিহাসিকরা কার্যত বহুধাবিভক্ত। আপাতত ইতিহাসের এই তাত্ত্বিক কচকচানি কে বাইপাস করে আমরা প্রথমে আলোচনা করব, যে কোন ক্ষেত্রগুলিকে ঐতিহাসিকরা গুরুত্ব দিয়েছেন, অন্তত আকবরের পূর্বসূরী হিসেবে শেরশাহ কে প্রতিষ্ঠা করতে তার প্রথম সোপান হল -

শেরশাহের কেন্দ্রীয় শাসন সংস্কার

শেরশাহের কেন্দ্রীয় শাসন সংস্কারের সর্বোচ্চ পর্বে ছিলেন স্বয়ং সম্রাট। তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। আর শেরশাহের এই কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রিকরণ ভাবনার চূড়ান্ত দিকটি যথেষ্ট ভাবে প্রভাবিত করেছিল আকবরকে -এ কথা মনে করেন ডঃ ত্রিপাঠি, ঈশ্বরী প্রসাদের মতো ঐতিহাসিকরা।

শেরশাহ তার কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে চারটি বিভাগীয় পরিমন্ডলে বিভক্ত করেছিলেন সেগুলি হল --

- দেওয়ান-ই- উজিরাত (অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী)
- দেওয়ান-ই- আর্জ (প্রতিরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী)
- দেওয়ান-ই- রিসালত (পররাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী)

RAHUL SIR HISTORY

- ❖ দেওয়ান-ই- ইনসা (সরকারি দলিল ও দস্তাবেজ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী)

এছাড়াও ছিলেন –

- ❖ দেওয়ান-ই কাজী (প্রধান বিচারপতি)
- ❖ দেওয়ান-ই-বারীদ (গুপ্তচর বিভাগের প্রধান)

শেরশাহের প্রাদেশিক শাসন সংস্কার

- ➢ শেরশাহ ও তার সাম্রাজ্যকে ৪৭ টি শিক বা সরকারের বিভক্ত করেন।

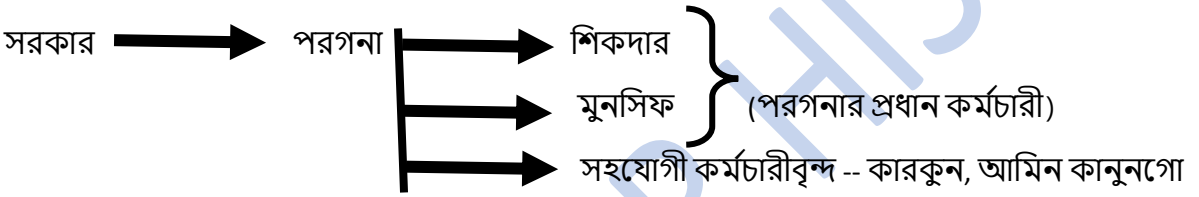

প্রাদেশিক শাসনের সর্বনিম্ন একক

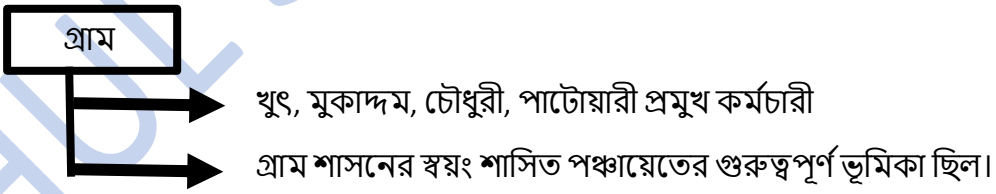

শেরশাহের ভূমি রাজস্ব সংস্কার

শেরশাহ এক্ষেত্রে তার সাসারামের জায়গীরদারীর অভিজ্ঞতা কে দারুন ভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁর ভূমি রাজস্ব সংস্কারের অভিনব দিকগুলি ছিল -

- সমস্ত জমি জরিপ করে জমির সীমানা নির্ধারণ করা।
- উৎপাদিকা শক্তি অনুযায়ী জমিকে **ভালো, মাঝারি ও মন্দ** এই তিন ভাগে ভাগ করা।
- উৎপন্ন ফসলের ১/৩ অংশ রাজস্ব হিসেবে ধার্য করা।
- কৃষক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক যাতে সরাসরি আবদ্ধ থাকে, তাই তিনি **কবুলিয়ত** ও **পাট্টা** নামক দুটি জমি সংক্রান্ত দলিল প্রবর্তন করেন। যাতে কৃষক জমির পরিমাণ উল্লেখ্য নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দেওয়ার অঙ্গীকার করত, বিনিময়ে রাষ্ট্র কৃষকদের স্বত্ত্বকে পাট্টা নামক দলিলের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান করত।

RAHUL SIR HISTORY

- দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় অনুদানের জন্য শেরশাহ বিঘা প্রতি ২.৫ শের শস্য আদায় করতেন, আবার খাজনা মুকুব কিংবা প্রয়োজনে কৃষকদের ঋণ দেওয়া এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শেরশাহের বিচার সংস্কার

ধর্মনিরপেক্ষ, নৈব্যক্তিক ভাবনা ছিল শেরশাহের বিচার ব্যবস্থার প্রধান ইউ. এস. পি. ।

পরগনার বিচারের দায়িত্ব → আমীন (দেওয়ানি বিচারক)
পরগনার বিচারের দায়িত্ব → কাজী ও মীরআদল (ফৌজদারি বিচারক)

কয়েকটি পরগনার বিচারের দায়িত্ব → মুনসিফ-ই-মুনসিফান (দেওয়ানী বিচারক)
কয়েকটি পরগনার বিচারের দায়িত্ব → কাজউকাজাতন (প্রধান কাজী)

শেরশাহের সেনাবাহিনীর সংস্কার

- **দাগ ও হুলিয়া** প্রথার ব্যবহার।
- প্রতিটি সেনা নিবাস এর দায়িত্বে ছিলেন একজন করে ফৌজদার।
- আলাউদ্দিনের অনুকরণে তাঁর সেনাবাহিনীকে দেশের বিভিন্ন অংশের মোতায়েন রাখতেন।

যোগাযোগ ব্যবস্থার সংস্কার

- বাংলার সোনারগাঁও থেকে সিন্ধু প্রদেশ পর্যন্ত নির্মিত রাস্তা, **গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোড।**
- আগ্রা থেকে যোধপুর, আগ্রা থেকে বুরহানপুর পর্যন্ত রাস্তাও শেরশাহের অমর কীর্তি।
- ঘোড়ার পিঠে ডাক চলাচল, কিংবা সরাইখানা নির্মাণ ছিল শেরশাহের শাসন ব্যবস্থার অন্যতম কীর্তি।

মূল্যায়ন

শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা আকবরকে কতটা প্রভাবিত করেছিল

অতএব শেরশাহের শাসনব্যবস্থা ও সংস্কারের যাবতীয় দিকগুলি আলোচনা পূর্বক আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, যে শুধুমাত্র প্রজা কল্যাণমূলক আদর্শকে সামনে রেখে শেরশাহ তাঁর শাসন সংস্কার সাধন করেননি, বরঞ্চ লক্ষ্য ছিল, সুদূরপ্রসারী ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক স্থায়িত্বের ভাবনা থেকে শাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন।

- তাঁর ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা হোক কিংবা কবুলিয়াত ও পাট্টার মাধ্যমে সরাসরি রাষ্ট্র ও কৃষকদের মধ্যেকার যে সম্পর্ক তিনি স্থাপন করেছিলেন তা শুধুমাত্র আকবর কেই নয়, পরবর্তী ভারতীয় ভূমি রাজস্ব দর্শনকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।
- তাঁর **শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রীয়করণ ও প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ নী**তি হোক কিংবা **উদার ধর্মনিরপেক্ষ সমদর্শী বিচার ভাবনায়** হোক, মধ্যযুগীয় প্রেক্ষিতে তা ছিল সত্যিই অনন্যসাধারণ।

RAHUL SIR HISTORY

তাই সামগ্রিকভাবে ইতিহাসকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে হয়তো সর্বতোভাবে শের শাহকে আকবরের পথপ্রদর্শক বলা যায় না, কারণ শাসন সংস্কারক হিসেবে শেরশাহের যতটা সময় পাওয়া উচিত ছিল তা তিনি পাননি। মাত্র পাঁচ বছরের রাজত্বে তিনি যেটুকু অভিনবত্ব দেখিয়েছিলেন, হয়তো বিস্তীর্ণ সময়ের মেয়াদে তার সুচারু বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারতো। যাইহোক তা সত্ত্বেও মুঘল যুগের সূচনাকালের পরাক্রমী ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে শেরশাহ যে সর্বভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ শাসনতান্ত্রিক ভারতীয় ভাবনা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা সামগ্রিকভাবে না হলেও কিছুটা আকবরকে প্রভাবিত করেছিল সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই।

RAHUL SIR HISTORY

প্রশ্ন:- সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রকৃতি আলোচনা কর।

সূচনা:- দিল্লি সুলতানি রাষ্ট্রের প্রকৃতি বা চরিত্র নিয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ধর্মীয় দিক থেকে সুলতানি রাষ্ট্র ধর্মাশ্রয়ী না ধর্মনিরপেক্ষ ছিল শাসনতান্ত্রিক বিচারে সুলতানি রাষ্ট্র সামরিক না অভিজাততান্ত্রিক ছিল তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই।

(ক) ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র

দেবতাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হল ধর্মশ্রয়ী বা পুরোহিততান্ত্রিক রাষ্ট্র।এরূপ রাষ্ট্রে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকে এবং যাজক বা পুরোহিতদের দ্বারা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয়। দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যকে ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র বলেউল্লেখকারী প্রবক্তাগণ এবং তাদের যুক্তিগুলি হল নিম্নরূপ। –

(১) প্রবক্তাগণ

সুলতানি রাষ্ট্রের প্রকৃতিকে যে সমস্ত ঐতিহাসিক ধর্মাশ্রয়ী বলে উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেনড. আর. পি. ত্রিপাঠী, ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ, ড. শ্রীবাস্তব, ড. রামশরণ শর্মা, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ।

(২) ধর্মাশ্রয়ী রাজাদর্শ

দিল্লির সুলতানরা ছিলেন একাধারে রাষ্ট্র ও ধর্মনেতা। ইসলামের বিধি মেনেই দিল্লির সুলতানগণ শাসনকার্য চালাতেন। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল 'দার উল-হারব' (অমুসলমানের দেশ)-কে 'দার-উল ইসলাম' (মুসলমানের দেশ)-এ পরিণত করা।

(৩) খলিফার অনুমোদন

খলিফা ছিলেন সমস্ত মুসলিম দুনিয়ার প্রধান ধর্মগুরু এবং শাসক। তাই প্রথমদিকের কয়েকজন সুলতান তাদের মুদ্রায় খলিফার নাম উৎকীর্ণ করান এবং খলিফার নামে খুৎবা পাঠ করান।

(৪) উলেমাদের ওপর নির্ভরশীলতা

সুলতানি আমলে উলেমারা ছিলেন কোরান ও শরিয়তের ব্যাখ্যাকার। তাঁরা প্রয়োজনে সুলতানকে ধর্মীয় ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন। আলাউদ্দিন খলজি ছাড়া সব সুলতানের আমলেই উলেমাদের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি বজায় ছিল।

(৫) অমুসলমানদের অধিকারহীনতা

সুলতানি রাষ্ট্রে অমুসলমান শ্রেণির তেমন কোনো অধিকার ছিল না। জিজিয়া কর প্রদানের বিনিময়ে সুলতানি রাষ্ট্রে বসবাস করা ছাড়া তারা আর কোনো বিশেষ সুযোগসুবিধা ভোগের অধিকারী ছিলেন না।

RAHUL SIR HISTORY

(খ) ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র

বলতে বোঝায় যে রাষ্ট্র কোন ধর্মের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করে না, তাকেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে। দিল্লী সুলতানি রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে উল্লেখকারী প্রবক্তাগন ও তাদের যুক্তিগুলি হল নিম্নরূপ।

(১) প্রবক্তাগণ

একদল আধুনিক ঐতিহাসিক মনে করেন সুলতানি রাষ্ট্রের প্রকৃতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। এই মতের কয়েকজন প্রবক্তা হলেনড. হাবিবউল্লাহ, ড. মুজিব, ড. মহম্মদ হাবিব, ড. ইফতিকার আলম খান, ড. নিজামি, ড. সতীশ চন্দ্র প্রমুখ।

(২) ধর্মনিরপেক্ষ রাজাদর্শ

ড. হাবিবউল্লাহ মনে করেন সুলতানি রাষ্ট্র ধর্মাশ্রয়ী ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষতাই ছিল এর মূলভিত্তি। তার মতে দিল্লির সুলতানগণ রাষ্ট্রকে ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘাোষণা করেননি। সুলতানগণ অমুসলমানদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্যও কোনাো রাষ্ট্রীয় নীতি গ্রহণ করেননি।

(৩) শরিয়ত থেকে বিচ্যুতি

দিল্লির সুলতানগণ শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বদা শরিয়ত নির্দেশিত বিধি মেনে চলেননি। ইসলামের বিধান অনুযায়ী মুসলিমদের প্রাণদণ্ড নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ফিরাোজ তুঘলক ছাড়া অন্য কোনাো সুলতানের আমলে তা মানা হয়নি। শরিয়ত বিধি অনুসারে ইসলামীয় রাষ্ট্রে পৌত্তলিকদের কোনাো জায়গা নেই। কিন্তু সুলতানি শাসনে ভারতে হিন্দু পৌত্তলিকদের অস্তিত্ব ছিল।

(৪) খলিফার কর্তৃত্ব অস্বীকার

দিল্লির সুলতানগণ বাস্তবে খলিফার নির্দেশ মেনে শাসন পরিচালনা করতেন না। চেঙ্গিজ খাঁর পৌত্র হলাগু-র হাতে আব্বাসীয় খলিফা আল-মুস্তাসিন বিল্লাহ নিহত হলে দিল্লির সুলতানদের কাছে খলিফার অনুমাোদন লাভ ঐচ্ছিক হয়ে পড়ে।

(৫) উলেমাদের ক্ষমতা হ্রাস

সুলতানি রাষ্ট্রে মুসলিম ধর্মবিশারদ উলেমারা রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ব্যাপারে সুলতানদের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতেন। কিন্তু সুলতানরা উলেমাদের কথামতাো দেশশাসন বা ধর্মনীতি প্রণয়ন করতেন না।

RAHUL SIR HISTORY

(গ) সামরিক রাষ্ট্র

সুলতানি রাষ্ট্র সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল। এর স্থায়িত্বও সামরিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল। কেউ কেউ মনে করেন সুলতানি রাষ্ট্র ছিল প্রকৃত অর্থে একটি পুলিশ-রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য ছিলদেশরক্ষা, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং রাজস্ব আদায় করা।

(ঘ) অভিজাত তান্ত্রিক রাষ্ট্র

কেউ কেউ মনে করেন সুলতানি শাসন ছিল একটি কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র। এই রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অভিজাতদের বিশেষ স্থান ছিল। সুলতান ইলতুৎমিস 'বন্দেগান ই-চাহেলগান' নামক অভিজাত তুর্কিগোষ্ঠীর হাতে প্রভূত ক্ষমতা দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অতুর্কিরাও অভিজাততন্ত্রে স্থান পেয়েছিল।

উপসংহার :- সার্বিক বিচারে সুলতানি রাষ্ট্রকে ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র বলা চলে না। কারণ সমন্বয়বাদী সুলতানি শাসনব্যবস্থায় একদিকে যেমন খলিফাতন্ত্র উপেক্ষিত হয়েছিল অপরদিকে উলেমাদের প্রভাব নগণ্য হয়ে পড়েছিল। ড. সতীশ চন্দ্র বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে সুলতানি রাষ্ট্র ছিল সামরিক ও অভিজাততান্ত্রিক।"

RAHUL SIR HISTORY

Give an overview on the cultural contributions of kushana dynasty.

Marks – 20 [WBCS 2020]

"ঈশ্বর ভবে দিয়াছেন যাহা

সবই হলো প্রকৃতি।

মানুষ আসি যা নিয়া নিলো গাড়ি

ততটুকুই সংস্কৃতি।।"

আলোচনা যেখানে কুষাণ আমলের সাংস্কৃতিক প্রগতি, সেখানে এই কবিতার সূত্র ধরেই বলা যায় বৈদেশিক জাতিসত্তা থাকা সত্ত্বেও **কুষান আমলের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সাধনা ছিল বহু জাতি অধ্যুষিত ভারতীয় জনভাবনার এক সাঙ্গীকরণ।** অনেকটাই আমাদের উপরোক্ত কবিতার তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনের মত; বৃহত্তর ভারতীয় জাতিসত্তার থেকে কিছুটা গ্রহণ (থুড়ি "যা নিয়া নিল গাড়ি") আর বাকিটা ছিল সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন।

কুষান আমলের সাংস্কৃতিক অবদান

মূল সুরটি ছিল - *মিশ্র সংস্কৃতির একাত্মীকরণ*

- **ধর্মীয় সমন্বয়বাদ**
- **উদার ও সমন্বয়ী স্থাপত্য ভাস্কর্য ভাবনা**
- **প্রগতিশীল সাহিত্যিক ভাবনা**

RAHUL SIR HISTORY

ধর্মীয় সমন্বয়বাদ-

কুষাণ আমলের সাংস্কৃতিক প্রগতির অন্যতম পুরোধা ছিল এই পর্বের ধর্মীয় সমন্বয়বাদ। এই ধর্মীয় সমন্বয় বাদে বৌদ্ধ ধর্ম প্রাধান্য পেলেও **পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়, ব্যুহবাদ, অবতারত্ব, কিংবা লিঙ্গপুজোর স্বগৌরব উপস্থিতি কুষাণ আমলের ধর্মীয় সমন্বয়বাদকে চিহ্নিত করে।** এই ধর্মীয় সমন্বয়ে বাদ ছিল কুষাণ আমলের সাংস্কৃতিক প্রগতির অন্যতম উদাহরণ।

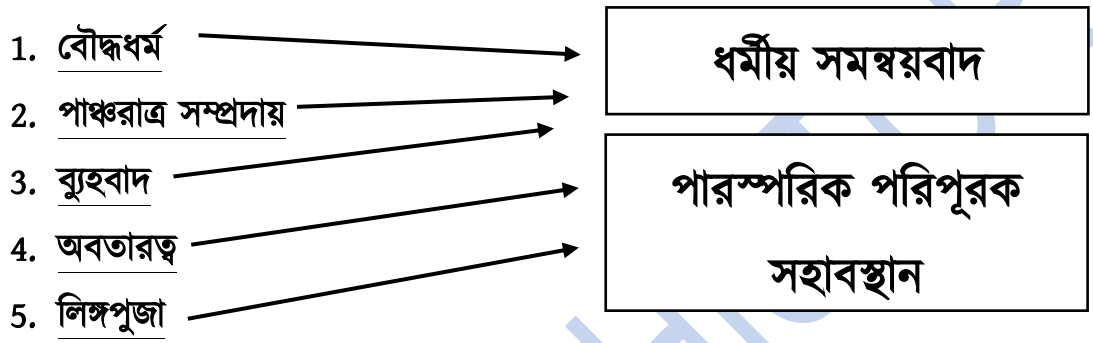

উদার ও সমন্বয়ী স্থাপত্য ভাস্কর্য ভাবনা

- **শাহ্ জী কী ঢেরির সুউচ্চ মিনার** - বর্তমানে পেশোয়ারের কাছে **'শাহ্ জী কী ঢেরি'** -তে বুদ্ধের দেহাবশেষ এর উপর কনিষ্ক কর্তৃক নির্মিত সুউচ্চ মিনার কুষাণ আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি মূলত **কাঠের তৈরি তেরোতলা এই মিনারের স্থাপত্য কীর্তির সব প্রশংস উল্লেখ করেছেন স্বয়ং হিউ এন সাঙ।**
- **কুষাণ স্তুপ** - পেশোয়ার ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে কুষাণ পর্বে নির্মিত অনেক ভগ্ন স্তুপ - এর সন্ধান সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। এই স্তূপ গুলির বড় বৈশিষ্ট্য ছিল - **বর্গাকার বেদিকা ও অন্ডের মাঝখানে থাকা নলাকার মেধির উপস্থাপনা।**
- **দেবকুলের উপস্থিতি** - **উত্তরপ্রদেশের মাহেত ও আফগানিস্তানের সুর্খকোটালে কুষাণ পর্বের দুটি দেবকুলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।** মাহেতের মূল কক্ষটি বর্গাকার, সুর্খকোটালের কক্ষটি বর্তুলাকার। **মাহেত দেবকুলের মূল কক্ষে বিম কদফিসেসের একটি বিরাটাকার মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।**

RAHUL SIR HISTORY

কুষাণ আমলের ভাস্কর্য ভাবনা -

গান্ধার ভাস্কর্য:-

গান্ধার ভাস্কর্যের মূল ভাবনাটি ছিল বৌদ্ধধর্মকেন্দ্রিক বুদ্ধ বোধিসত্তের মূর্তিগঠনে এই ভাস্কর্য সম্পূর্ণ গ্রিক রীতি অনুসৃত হয়েছে।

মথুরা ভাস্কর্য:-

তুলনায় মথুরা ভাস্কর যে দেশীয় শিল্প রীতির প্রাধান্য পেয়েছে সিক্রি থেকে সংগৃহীত লাল ছোপযুক্ত বেলে পাথর দিয়ে মথুরা ভাস্কর্যের বৌদ্ধ বোধিসত্ত্ব মূর্তিগুলি নির্মিত হয়েছে।

বাল্হিক ভাস্কর্য:-

মুখমণ্ডলের আকার উপস্থাপনা চোখের দৃষ্টি ও কেশবিন্যাসে এই ভাস্কর্য গান্ধার ও মথুরা থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক ও স্বতন্ত্র।

প্রগতিশীল সাহিত্যিক ভাবনা-

↘ **স্মৃতিশাস্ত্রের রচনা**- এই পর্বেই মনুসংহিতা রচিত হয়।

[**যঃ কশ্চিদ অস্ত উচিত ধর্ম মনুনা পরিকীর্তিতঃ**

স সর্বোভিহিত বেদে সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ]

অতএব মনুসংহিতার এই শ্লোক থেকেই কুষাণ পর্বের এক রক্ষণশীল সমাজ ভাবনার ছবি প্রতিফলিত হয়েছে।

↘ **অশ্বঘোষ**- এই যুগের এক বিখ্যাত সাহিত্যিক হলেন অশ্বঘোষ তাঁর লেখা নাটক **'শারিপুত্র প্রকরণ'** কিংবা বিখ্যাত গ্রন্থদ্বয় **বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ** নিঃসন্দেহে এই পর্বের প্রগতিশীল সাহিত্যের উদাহরণ।

↘ **চরক ও সুশ্রুত** - চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপর রচিত কনিষ্কের চিকিৎসক চরকের লেখা **চরকসংহিতা** আর আয়ুর্বেদের উপর লেখা **সুশ্রুতসংহিতা** নিঃসন্দেহে কুষান পর্বের সাংস্কৃতিক প্রগতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

RAHUL SIR HISTORY

মূল্যায়ন- সুতরাং মূল্যায়নে বলা যায় কুষাণ পর্বের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ছিল এক উদার ও মিশ্র ভাবনার মেলবন্ধন আর এই মিশ্রিত ভাবনার হাত ধরেই কুষাণ আমলে ভারতীয় সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছিল। হতে পারে, **কুষাণরা ছিল ভিনদেশী কিন্তু অতি অল্প সময়ের ভেতর তারা নিজেদের স্বাতন্ত্রতা বিসর্জন দিয়ে, এদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে যেভাবে আঁকড়ে ধরেছিল তাই-ই ছিল মহামানবের ভারত সংস্কৃতির মহাসাগরে বিলীন হওয়ার জিওনকাঠি**।।

RAHUL SIR HISTORY